যুগান্তর

তারিখ 26 AUG 2008
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

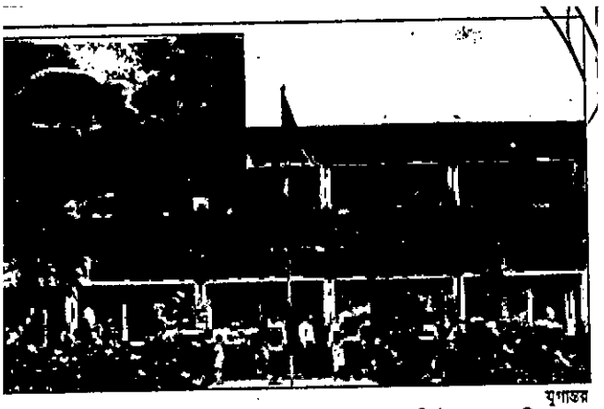

যুগান্তর

ওয়াব সলিমুল্লাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন। ইনসেটে ভবনের জরাজীর্ণ ছাদের অংশবিশেষ

রগুনার নওয়াব সলিমুল্লা মাধ্যমিক বিদ্যালয়

জরাজীর্ণ ভবনে ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করছে সহস্রাধিক শিক্ষার্থী

ানোয়ার হোসেন মনোয়ার, বরগুনা থেকে

রগুনার গৌরিচম্মা নওয়াব সলিমুল্লাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ভবনে ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস রতে বাধ্য হচ্ছেন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা। যে কোন সময় ঘটতে পারে প্রাণহানির মতো বড় রনের দুর্ঘটনা। বরগুনা সদর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গৌরিচম্মা নওয়াব লিমুল্লাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টিতে প্রায় ১২শ' ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে। প্রধান সমস্যা াসরুমের সংকট। ৬ কক্ষবিশিষ্ট দ্বিতল ভবনটি একেবারে জরাজীর্ণ। সরেজমিন দেখা গেছে, াদের পলেস্তারা খসে পড়ে বেরিয়ে এসেছে রড। কোথাও কোথাও ছাদের কিছু অংশ ঝাঁঝড়া য়ে গেছে। এরকম ঝুঁকিপূর্ণভাবে এখনও চলছে ক্লাস। দ্বিতীয়তলায় রয়েছে ক্লাসরুম, বজ্ঞানাগার এবং নিচতলায় ক্লাসরুম, প্রধান শিক্ষকের রুম, সহকারী শিক্ষকদের রুম ও মলনায়তন। কিন্তু কমসংখ্যক শ্রেণীকক্ষ থাকায় শিক্ষার্থীদের পড়ানোয় ব্যাঘাত ঘটছে। অভিভাবকরা জানান, বিদ্যালয়ের যে করুণ অবস্থা তাতে যে কোন সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলের মতো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আঃ জব্বার আকন ানান, ১৯৪৮ সালে এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম। ১৯৬১ সালে ৬ রুমবিশিষ্ট ৯০ ফুট দীর্ঘ একতল ভবন নির্মাণ করা হয়। পরে ১০ কক্ষবিশিষ্ট দ্বিতলে রূপান্তরিত হলেও আজকের ভবনটি জরাজীর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী রয়েছে প্রায় ১২শ, শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা ৩১ জন। ১শ' আসনবিশিষ্ট রয়েছে একটি ছাত্রাবাস। এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় ১০ জন ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছে। পাসের হার ৭৯। প্রতি বছর এ প্রতিষ্ঠান থেকে সন্তোষজনক ছাত্রছাত্রী বৃত্তি পেয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানের বহু মেধাবী শিক্ষার্থী চিকিৎসক ইঞ্জিনিয়ার ছাড়াও সচিবালয়ে বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। প্রধান শিক্ষক আরও জানান জরুরি ভিত্তিতে বিদ্যালয় ভবন সংস্কার করা না হলে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।